হে মানুষ দুনিয়ায় শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তি চাও কি?
এসো কুরআন শিখি কুরআন পড়ি কুরআন দিয়ে জীবন গড়ি।

আল-আনফাল কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি

اَلْقَوَاعِدُ لِتَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمِ

রচনায় ঃ
মোঃ শহিদ উল্যাহ

প্রকাশনায় ঃ
আল—আনফাল ফাউন্ডেশন

আল-আন্‌ফাল কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি

প্রকাশনায়
আল-আন্‌ফাল ফাউন্ডেশন

সর্বস্বত্ব
আল-আন্‌ফাল ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংরক্ষিত।

হাদিয়া ঃ একশত টাকা (মাত্র)

যোগাযোগ
চেয়ারম্যান আল-আন্‌ফাল ফাউন্ডেশন
+96599132967
+8801768486404
Email : alanfalfoundation@gmail.com
admin@alanfalfoundation.com
www.alanfalfoundation.com

অভিমত

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। তার উপর যেমনিভাবে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ফরজ করছেন তেমনিভাবে কুরআন মাজিদকে শিক্ষা করাও ফরজ করছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, "পড় তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন" (সূরা আলাক আয়াত-১)। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তোমরা কুরআন মাজিদ শিক্ষা কর এবং অন্যকে শিক্ষা দাও।"

(ইবনে মাজাহ)

এ কুরআন মাজিদকে সহি শুদ্ধভাবে শিক্ষার জন্য তাজবীদসহ কায়দার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। **"আল-আন্‌ফাল ফাউন্ডেশন"** এর চেয়ারম্যান ও প্রশিক্ষক (আবু তানবীর) মোঃ শহিদ উল্যাহ **"আল-আন্‌ফাল কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি"** নামক পুস্তিকাটি রচনা করে একটি মহান দায়িত্বের আঞ্জাম দিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। আমি বইটি সম্পূর্ণ পড়েছি এবং প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রামটি ও দেখেছি। আমার কাছে যে সমস্ত ত্রুটি ধরা পড়েছে তা সংশোধনের চেষ্টা করেছি। আমি একান্তভাবে এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন এ গ্রন্থকে কুরআন শিক্ষার জন্য একটি সৎ কর্ম হিসেবে কবুল করেন। আমিন

মাওলানা নূরুল আলম

১৪/০৩/২০১৪

সভাপতি

বাংলাদেশ কুরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কুয়েত

আল-আনফাল ফাউন্ডেশন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজের মৌলিক সমস্যা ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, জনগণের আদর্শিক ও নৈতিক পরিচর্চার অভাব, ক্ষুধা, দারিদ্রতা, অশিক্ষা ইত্যাদি। মানুষের মাঝে সঠিক চিন্তা চেতনা, জাতীয় সংহতি, ভাবনা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশনা প্রদান এ সমাজের জন্য অতীব জরুরী। ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে এসবের সুষ্ঠ প্রয়োগ এবং এর মাধ্যমে সমাজকে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী আবাস ভূমিতে রুপান্তরিত করা এবং কুরআনের আলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হলো আল-আনফাল ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি। আলহামদুল্লিাহ!!

আমাদের চলমান প্রজেক্টঃ

১। একটি মসজিদ নির্মান। ২। ফোরকানিয়া মাদ্রাসা।

৩। বয়স্ক কুরআন শিক্ষা (পুরুষ বিভাগ)।

৪। বয়স্ক কুরআন শিক্ষা (মহিলা বিভাগ)।

এছাড়াও আমাদের আরো কিছু কর্মসূচি রয়েছে যেমনঃ- সেচ্ছায় রক্ত দান, ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশ, অসহায়দের স্বাবলম্বী করণ, মাসিক ইসলাহী ও তাফসির মাহফিল।

আমাদের কার্যক্রম দেশ ব্যাপি ছড়িয়ে দিতে আপনাদের শুপরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের কাছে আনুদান পাঠানোর ঠিকানা : একাউন্ট নাম্বার : **20501090202992708 AL-ANFAL FOUNDATON, ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED, FOREIGN EXCHANGE COROORATE BRANCH.** আমাদের বিকাশ এবং নগদ নাম্বার : 01768486404 রকেট নাম্বার : 017684864045 বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন। **www.alanfalfoundation.com**

ভূমিকা ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّابَعْدُ. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا (سورة مزمل -٤)

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি এবং তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাকেরামের প্রতি।" অতঃপর,

আল্লাহ তায়ালার দরবারে আবারও প্রশংসা করছি, যিনি আমাদেরকে তার পক্ষ থেকে এক বড় নিয়ামত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿٢﴾

"পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা, যিনি কুরআন মাজিদ শিক্ষা দিয়েছেন।"
(সূরা আর্‌রাহমান১-২)

এই কুরআন বিজ্ঞানের উৎস এবং কুরআন থেকেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

يٰسٓ ۚ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ﴿٢﴾

"ইয়া সিন, বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম।" (সূরা ইয়াসিন ১-২)

এই কুরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ এবং এটাই মানবতার জন্য সর্বোত্তম কাজ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বাণী,

عَنْ عُثْمَانٍ -رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ- قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُ)

হযরত ওসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যিনি কুরআনে মাজিদ শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন। (বুখারি)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আমরা যদি উত্তম হতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কুরআন মাজিদ সহি শুদ্ধভাবে শিখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا (سورة مزمل -٤)

"আর কুরআন মাজিদকে তারতিল সহকারে তিলাওয়াত কর।"

(সূরা মুজাম্মেল -৪)

অর্থাৎ শুদ্ধ করে তাজবীদসহ পড়া। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই তাজবীদসহ পবিত্র কুরআনে মাজিদ শিখতে হবে। যদি আমরা এ কুরআন মাজিদ না শিখি তাহলে কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে যে দিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সুপারিশ ছাড়া বিচার কার্য শুরু হবে না সে দিন তিনি আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا (سورة الفرقان -٣٠)

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলবেন হে আমার পালনকর্তা আমার এই সম্প্রদায় কোরআনকে অবহেলিত করে রেখেছে। (ফোরকান ৩০)" রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআন পাঠের ফজিলত সম্পর্কে বলেছেন ঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُ)

"হযরত আবু মাসুদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে কুরআনের একটি হরফ পড়বে তাকে দশটি নেকি দেয়া হবে।" কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে নেকি ব্যতিত অন্য কোন কিছু দিয়ে মুক্তি লাভ করা যাবে না।'

রাসূলল্লাহ (সঃ) আরও বলেন ঃ

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفْضَلُ عِبَادَةُ أُمَّتِيْ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ" (الترمذى)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত।" তিরমিজি

যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং পরামর্শের ভিত্তিতে **"আল-আন্‌ফাল কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি"** নামক বইটি লেখা হয়। বর্তমান সভ্যতা ছুটছে টেকনোলজির দিকে। আজকের টেকনলোজি মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসে পৃথিবীর বিভিন্ন খবরাখবর। যেমন ঃ বর্তমান সভ্যতা সবচেয়ে কার্যকর টেকনলোজি হচ্ছে কম্পিউটার। মানুষ প্রতিনিয়তই ছুটছে কম্পিউটারের দিকে তাই আমরা বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন ডাটা সংগ্রহ করে সহি শুদ্ধভাবে তাজবীদ সহকারে কুরআন মাজিদ শিক্ষা করার জন্য একটি এনিমেশন প্রোগ্রাম তৈরী করতে সক্ষম হই। যা দিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে সহজে কুরআন মাজিদ শিক্ষা করা সম্ভব।

এ বিষয়ে আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক মন্ডলি এবং কুরআন শিক্ষা কোর্সের ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করি। সকলে প্রোগ্রামটির ব্যাপারে উৎসাহি হয় এবং পরামর্শ দেয় এনিমেশন প্রোগ্রাম অনুসারে একটি বই লেখার জন্যে।

ইনশাআল্লাহ ! এনিমেশন প্রোগ্রাম দেখার মাধ্যমে পড়া লিখা করানো হলে সকল শ্রেণির মানুষ খুব সহজে এবং স্বল্প সময়ে তাজবীদ সহকারে শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন মাজিদ শিখতে পারবে বলে আশা রাখি। সম্মানিত পাঠকগণের প্রতি উদাত্ত্ব আহ্বান জীবনে কমপক্ষে এক বার হলেও এনিমেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটি কোর্স করবেন। কারণ উস্তাদ ছাড়া কখনও শুদ্ধভাবে কুরআন মাজিদ শিক্ষা করা যায় না।

আল্লাহপাক আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং সকলের নাজাতের উছিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

(আবু তানবীর) মোঃ শহিদ উল্যাহ
চেয়ারম্যান আল-আন্‌ফাল ফাউন্ডেশন

সূচী পত্র

পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
পাঠ-১	হরফ	৯
পাঠ-২	হরফের রূপ	১০
পাঠ-৩	মাখরাজ	১৩
পাঠ-৪	হরকত	২০
পাঠ-৫	তানবীন	২২
পাঠ-৬	জযম	২৪
পাঠ-৭	ক্বলক্বলা	২৭
পাঠ-৮	তাশদীদ	২৮
পাঠ-৯	গুন্নাহ	৩১
পাঠ-১০	মদ্দ	৩২
পাঠ-১১	নূন ছাকিন এবং তানবীন	৪৬
পাঠ-১২	মীম ছাকিন	৫১
পাঠ-১৩	ل এর বিবরণ	৫৩
পাঠ-১৪	ر এর বিবরণ	৫৪
পাঠ-১৫	নূনে কুতনি	৫৫
পাঠ-১৬	নামাযের দোয়া সমূহ	৫৬
পাঠ-১৭	সূরা	৬৬
পাঠ-১৮	হাদিস	৭৩
পাঠ-১৯	দু'আ	৭৫
পাঠ-২০	জুমার খুতবা	৭৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا، رَبِّ يَسِّرْ وَ لَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ عَلَيْنَا بِالْخَيْرِ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ.

পাঠ - ১

জ ج জীম	ছ ث ছা	ত ت তা	ব ب বা	অ ا আলিফ
র ر রা	য ذ যাল	দ د দাল	খ خ খা	হ্ব ح হ্বা
দ্ব ض দোয়াদ	ছ্ব ص ছোয়াদ	শ ش শীন	ছ س ছীন	ঝ ز ঝা
ফ ف ফা	গা غ গাইন	আ ع আ'ইন	জ্ব ظ জ্বয়া	ত্ব ط ত্বয়া
ন ن নূন	ম م মীম	ল ل লাম	ক ك কাফ	ক্ব ق ক্বাফ
	ই ي ইয়া	অ ء হামজা	হ ه হা	উ و ওয়া

পাঠ-২
আরবী বর্ণমালার রূপ

শেষের রূপ	মাঝের রূপ	প্রথম রূপ	বর্ণমালা
ـا	ـا	ا	ا
ـب	ـبـ	بـ	ب
ـت	ـتـ	تـ	ت
ـث	ـثـ	ثـ	ث
ـج	ـجـ	جـ	ج
ـح	ـحـ	حـ	ح
ـخ	ـخـ	خـ	خ
ـد	ـد	د	د
ـذ	ـذ	ذ	ذ
ـر	ـر	ر	ر
ـز	ـز	ز	ز
ـس	ـسـ	سـ	س

ش	شـ	ـشـ	ـش
ص	صـ	ـصـ	ـص
ض	ضـ	ـضـ	ـض
ط	طـ	ـطـ	ـط
ظ	ظـ	ـظـ	ـظ
ع	عـ	ـعـ	ـع
غ	غـ	ـغـ	ـغ
ف	فـ	ـفـ	ـف
ق	قـ	ـقـ	ـق
ك	كـ	ـكـ	ـك
ل	لـ	ـلـ	ـل
م	مـ	ـمـ	ـم
ن	نـ	ـنـ	ـن
و	و	ـو	ـو

ـه	ـهـ	هـ	ه
ئ ء	ـئـ	ئـ	ء
ـي	ـيـ	يـ	ي

যুক্ত বর্ণ

بتثفك	امطظ	بالال	الال
سشصض		رزودذ	حخج
بكر	هى	ئعغ	نقل
نفس	عصل	شكر	تضليل
بتثجحخسشصضطظعغفقكلمنهى			
جدخذ	تزسودا	بربوبد	رزودذا
بطش	لكم	رازارو	هو
لحم	عبد	صبر	صلح
تهت	بية	خشي	حشر
قرا	نكر	عرف	علم
شايا	جاصا	ضلين	وجد
مفتح	منصر	بصر	كيت

পাঠ -৩
মাখরাজ ঃ

হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে ।

আরবী হরফ ২৯টি, মাখরাজ ১৭টি

১. নাম্বার মাখরাজ : হলকের শুরু হইতে - ء - ه

২. নাম্বার মাখরাজ : হলকের মধ্যখান হইতে - ع - ح

৩. নাম্বার মাখরাজ : হলকের শেষ হইতে - غ - خ

৪. নাম্বার মাখরাজ : জিব্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া, দুই নকতা ওয়ালা - ق

৫. নাম্বার মাখরাজ : জিহ্বার গোড়ার থেকে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া মধ্যখান পেচানো - ك

৬. নাম্বার মাখরাজ : জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া - ج - ش - ي

৭. নাম্বার মাখরাজ : জিহবার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া - ض

৮. নাম্বার মাখরাজ : জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া - ل

৯. নাম্বার মাখরাজ : জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া - ن

১০. নাম্বার মাখরাজ : জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া - ر

১১. নাম্বার মাখরাজ : জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া - ط - د - ت

১২. নাম্বার মাখরাজ : জিহ্বার আগা সামনের নীচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া - ص - س - ز

১৩. নাম্বার মাখরাজ : জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া - ظ - ذ - ث

১৪. নাম্বার মাখরাজ : নীচের ঠোঁটের পেট,সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া - ف

১৫. নাম্বার মাখরাজ : দুই ঠোঁট হইতে উচ্চারিত হয় - و - ب - م

১৬. নাম্বার মাখরাজ : মুখের খালি জায়গা হইতে মদ্দের হরফ পড়া যায়। بَا-بُوْ-بِىْ

১৭. নাম্বার মাখরাজ : নাকের বাঁশী হইতে গুন্নাহ্ উচ্চারিত হয়। اَنَّ-اِنَّ

জবর ـــَــ

উপরের এই চিহ্নকে জবর বলে। জবরের জন্য বাংলায় আকার (া) এর উচ্চারণ হয়।

যেমন ঃ

جَ	ثَ	تَ	بَ	أَ
رَ	ذَ	دَ	خَ	حَ
ضَ	صَ	شَ	سَ	زَ
فَ	غَ	عَ	ظَ	طَ
نَ	مَ	لَ	كَ	قَ
	ىَ	ءَ	هَ	وَ

(জবর দিয়ে অনুশীলন - ১)

هَلَكَ	خَلَقَ	فَرَغَ	هَرَبَ	ظَلَمَ
دَرَجَ	صَرَمَ	جَرَفَ	نَكَمَ	وَزَرَ
رَزَقَ	رَأَفَ	رَدَعَ	رَدَفَ	طَحَنَ
وَأَدَ	فَرَضَ	دَأَبَ	سَلَمَ	شَتَمَ

(জবর দিয়ে অনুশীলন - ২)

أَمَرَ	ذَهَبَ	وَضَعَ	وَعَدَ	صَدَقَ
نَزَلَ	عَشَرَ	شَرَبَ	رَكَبَ	جَدَعَ
حَرَبَ	رَفَسَ	ضَرَبَ	مَرَضَ	طَرَدَ
زَعَمَ	جَمَعَ	حَرَقَ	صَدَقَ	نَفَخَ

(জবর দিয়ে অনুশীলন - ৩)

عَبَسَ	وَجَدَ	شَكَرَ	خَلَقَ	خَسَفَ
صَبَرَ	جَعَلَ	جَهَرَ	بَطَنَ	بَسَطَ
تَرَكَ	وَقَبَ	ثَبَتَ	غَلَبَ	طَلَعَ
ظَهَرَ	كَتَبَ	سَجَدَ	ذَكَرَ	جَمَعَ

জের ِ

নীচের এই চিহ্নকে জের বলে। জেরের জন্য বাংলায় রশ্বিকার (ি) এর উচ্চারণ হয়।

যেমন ঃ

جِ	ثِ	تِ	بِ	اِ
رِ	ذِ	دِ	خِ	حِ
ضِ	صِ	شِ	سِ	زِ
فِ	غِ	عِ	ظِ	طِ
نِ	مِ	لِ	كِ	قِ
	يِ	ءِ	هِ	وِ

(জবর এবং জের দিয়ে অনুশীলন - ১)

وَرِمَ	اَذِنَ	وَجِلَ	وَرِثَ	اَرِجَ
رَضِىَ	اَزِفَ	وَرِعَ	وَزِرَ	فَرِحَ
رَحِمَ	كَرِهَ	بَرِحَ	وَلِمَ	بَرِقَ
وَبِلَ	لَبِسَ	رَدِفَ	غَضِبَ	حَبِطَ

(জবর এবং জের দিয়ে অনুশীলন - ২)

زَعِمَ	اَثِمَ	نَسِىَ	سَفِهَ	وَسِعَ
اَلِفَ	بَخِلَ	عَمِلَ	دَنِعَ	شَهِدَ
اَشِرَ	خَطِفَ	لَبِسَ	بَرِحَ	فَزِعَ
وَهِىَ	فَرِحَ	وَحِلَ	لَعِبَ	دَفَقَ

(জবর এবং জের দিয়ে অনুশীলন - ৩)

حَمِدَ	فَهِمَ	صَحِبَ	ضَحِكَ	عَجِبَ
ضَخِرَ	خَسِرَ	لَقِىَ	بَعِدَ	حَفِظَ
مَهِرَ	سَفِرَ	اَسِنَ	غَلِطَ	يَئِسَ
خَفِىَ	مَعِىَ	نَشِطَ	اَسِفَ	رَكِبَ

পেশ ـُ

উপরের এই চিহ্নকে পেশ বলে। পেশের জন্য বাংলায় রশ্নুকার (ু) এর উচ্চারণ হয়।

যেমন ঃ

جُ	ثُ	تُ	بُ	اُ
رُ	ذُ	دُ	خُ	حُ
ضُ	صُ	شُ	سُ	زُ
فُ	غُ	عُ	ظُ	طُ
نُ	مُ	لُ	كُ	قُ
	ىُ	ءُ	هُ	وُ

(জবর, জের এবং পেশ দিয়ে অনুশীলন - ১)

فُتِحَ	وُجِدَ	كُتِبَ	وُعِدَ	ذُبِحَ
طُمِسَ	عُثِرَ	رُفِعَ	نُذِرَ	صُلِحَ
لُثِمَ	رُمِيَ	هُدِيَ	عُشِرَ	ضُعِفَ
نُقِرَ	زُهِدَ	دُهِرَ	حُسِدَ	ظُلِمَ

(জবর, জের এবং পেশ দিয়ে অনুশীলন - ২)

عَظُمَ	صَلُحَ	كَثُرَ	كَمُلَ	اَصُلَ
رَؤُفَ	وَضُؤَ	خَبُثَ	ثَقُلَ	بَعُدَ
حَسُنَ	مَلُحَ	صَغُرَ	صَلُبَ	نَظُفَ
ضَعُفَ	فَقُحَ	قَرُبَ	سَمُرَ	كَسُلَ

(জবর, জের এবং পেশ দিয়ে অনুশীলন - ৩)

يَزِرُ	يَعِدُ	يَبِدُ	يَفِرُ	يَثِبُ
يَقِفُ	يَرِمُ	يَلِجُ	يَهِمُ	يَجِدُ
يَثِقُ	يَرِثُ	يَصِفُ	يَلِدُ	يَسِمُ
يَزِنُ	يَكِلُ	يَصِلُ	يَجِبُ	يَهِنُ

পাঠ-৪

(حركت) হরকত ঃ

এক জবর এক জের এক পেশকে হরকত বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়। যেমন ঃ

اَاِاُ	هَهِهُ	عَعِعُ	حَحِحُ	
غَغِغُ	خَخِخُ	قَقِقُ	كَكِكُ	جَجِجُ
شَشِشُ		يَيِيُ	ضَضِضُ	
لَلِلُ	نَنِنُ	رَرِرُ	طَطِطُ	دَدِدُ
تَتِتُ		صَصِصُ		✹
سَسِسُ		زَزِزُ	ظَظِظُ	ذَذِذُ
ثَثِثُ		فَفِفُ		وَوِوُ
مَمِمُ	بَبِبُ		ءَءِءُ	✹

দুই জবর ً

দু'টি জবর একসাথে আসলে তাকে দুই জবর বলে। দুই জবর আসলে তার পরে একটি খালি আলিফ আসে।

যেমন ঃ

اً	بًا	تًا	ثًا	جًا
حًا	خًا	دًا	ذًا	رًا
زًا	سًا	شًا	صًا	ضًا
طًا	ظًا	عًا	غًا	فًا
قًا	كًا	لًا	مًا	نًا
وًا	هًا	ءً	يًا	

দুই যবর দিয়ে অনুশীলন - ১

اَبِسًا	بَهِتًا	تَلِفًا	ثَمِرًا	جَفِيًا
حَمِدًا	جَمِعًا	دَفِعًا	ذَكِرًا	رَبِحًا
زَعِمًا	شَمِخًا	صَدِقًا	ضَمِرًا	طَلِعًا
ظَفِرًا	عَمِلًا	غَنِمًا	قَصِدًا	غَفِلًا

পাঠ-৫

(تنوين) তানবীন ঃ

দুই জবর দুই জের দুই পেশকে তানবীন বলে। তানবীনের উচ্চারণে নূনের আবাস পায়। যেমন ঃ

حًاحٍحٌ		عًاعٍعٌ	هًاهٍهٌ	اًاٍاٌ
كًاكٍكٌ	قًاقٍقٌ	خًاخٍخٌ		غًاغٍغٌ
يًايٍيٌ	شًاشٍشٌ		جًاجٍجٌ	
رًارٍرٌ	نًانٍنٌ	لًالٍلٌ	ضًاضٍضٌ	
✸	تًاتٍتٌ	دًادٍدٌ	طًاطٍطٌ	
زًازٍزٌ	سًاسٍسٌ		صًاصٍصٌ	
✸	ثًاثٍثٌ	ذًاذٍذٌ	ظًاظٍظٌ	
مًامٍمٌ		وًاوٍوٌ	فًافٍفٌ	
✸	✸	✸	ءًءٍءٌ	بًابٍبٌ

তানবীনের অনুশীলন

اَبَدًا	اَحَدٌ	رَغَدًا	جِنَفًا	كُتُبٌ
نُسُكٍ	غَسَقٍ	سُرُرٌ	قِرَدَةً	هُمَزَةٍ
حُجَزٍ	عَسِرٌ	وَسَطًا	عَمَلٍ	فُرُشٌ
رَشَدٌ	سَفَرَةٍ	صُحُفًا	وَسَطًا	طَبَقٍ
طُوًى	قِدَرٌ	سَنَةٍ	عَلَقٍ	عَمَدٍ
غَبَرَةٌ	حَرَجٍ	قَتَرَةٌ	مَرَضًا	لِنَبَأٍ
قَسَمٌ	كَبَدٍ	كُفُوًا	عَسَلٌ	بِاَجٍ
لُبَدًا	لُمَزَةٍ	لَهَبٍ	مَسَدٍ	نَخِرَةً
نَجَسٌ	عِنَبًا	كُفُوًا	حَكَمًا	بَرَرَةٍ
نَفَقَةٌ	شَجَرَةٌ	مَثَلًا	عَدَدًا	عَلَقَةٍ

পাঠ-৬

(جزم) জযম ঃ

ـْـ উপরে একমাথা বাঁকা চিহ্নকে জযম বলে। জযম ওয়ালা হরফ তার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়তে হয়।
যেমন ঃ

اَتْ اِتْ اُتْ	اَثْ اِثْ اُثْ	اَجْ اِجْ اُجْ
اَدْ اِدْ اُدْ	بَتْ بِتْ بُتْ	تَحْ تِحْ تُحْ
تَجْ تِجْ تُجْ	جَذْ جِذْ جُذْ	حَرْ حِرْ حُرْ
اَمْ اِمْ اُمْ	جَدْ جِدْ جُدْ	فَرْ فِرْ فُرْ
رَمْ رِمْ رُمْ	اَفْ اِفْ اُفْ	اَنْ اِنْ اُنْ
خَزْ خِزْ خُزْ	رَسْ رِسْ رُسْ	
ذَشْ ذِشْ ذُشْ		شَظْ شِظْ شُظْ
صَغْ صِغْ صُغْ		

জযমের অনুশীলন-১

فَاَتْبَعَ	نُصِبَتْ	ظَهْرٌ	رَبِحَتْ	فُرِجَتْ
خُلِقَتْ	تَسْتَتِعُ	حَسْرَةٌ	مَسْكَنَةٌ	
نَشْهَدُ	اَصْبَحَ	تَصْبِرُ	قَصَدًا	اَعْلَمُ
بَصَّطَةً	يَزْعَمُ	رِزْقٌ	وَاصْطَبِرْ	
وُضِعَتْ		فَضْلٌ	تَضْرِبُ	اَظْلَمَ
مَظْلِمٌ	تَذْكِرَةٌ	لِيُظْهِرَ	وَتَزْهَقَ	يُضْلِلْهُ
اَحْسَنُ	اَتَتْرُكُ	قَتْلٌ	اَلْمَشْرِقُ	
بِالْقِسْطِ		اَخْلِصْ		خَلْقًا
عُشْرٌ	شَأْنٌ	غَرْقًا	وَالْمَغْرِبُ	
اَسْعَلُكَ		وَالْعَصْرِ		غُلْبًا
وَاسْتَفْزِزْ		وَاسْتَغْفِرْهُ		تَغْسِلُ

জযমের অনুশীলন-২

بَعْدًا	اَغْطَشَ	اَفْلَحَ	اَكْرَمَ
عَسْعَسَ		يَحْسَبُ	نَشْرَبُ نَعْرِفُ
ثَقُلَتْ	اَثَرْنَ	فَرَغْتَ	مُؤْصَدَةٌ
مَسْغَبَةٌ		اُرْكُضْ	ذِى الْعَرْشِ
لُؤْلُؤًا	وَاغْضُضْ		اِرْحَمْ اَتْمِمْ
فَرْحَةٌ	كَعَصْفٍ	خُسْرٍ	اَلْحَمْدُ مُعْلِنٌ
مُغْتَسِلٌ		لَسْتَ	كَالْعِهْنِ
مِسْكٌ	مَعَ الْعُسْرِ		اَلْقَتْ نَعْبُدُ
مُسْفِرَةٌ	مَتْرَبَةٌ	اَمْسِكْ	مِرْيَةٌ اَلْهَمَ
نُطْفَةٍ	اُقْسِمُ	عَدْنٍ	زَجْرَةٌ فِطْرٌ
يُسْرًا	بَعْدُ	اَلْقَطْ	اَفْلَحَ اَرْسَلَ

পাঠ-৭

(قلقلة) কুলকুলা

কুলকুলা অর্থ প্রতিধ্বনি। কুলকুলার হরফ পাঁচটি **ق ط ب ج د** এই পাঁচটি হরফের উপর ছাকিন আসলে প্রতিধ্বনি করে পড়তে হয়। কুলকলার হরফের পরে ওয়াকফ হলে বেশি পরিমাণে প্রতিধ্বনি করতে হবে। যেমন ঃ

اَقْ اِقْ اُقْ	اَطْ اِطْ اُطْ	اَبْ اِبْ اُبْ	اَجْ اِجْ اُجْ	اَدْ اِدْ اُدْ

কুলকুলার অনুশীলন

اَقْرَبَ	بَطْشَ	صَبْرًا	اَجْرٌ	قَدْحًا
زِدْ	ذُقْ	تُبْتُ	عَدْنٍ	بَدْرٌ
يَبْسُطُ	نُطْفَةٍ	صِدْقٌ	عُقْدَةً	زَجْرَةٌ
فَارْغَبْ		اَطْعَمَ	اَقْرَاْ	يَلِدْ
يُبْدِئُ	سَبْحًا	اِذْهَبْ	طُبْتُمْ	اَعْبُدْ
نَقْصُصْ		سَبْقًا	نَقْعًا	يَجْعَلُ
مَقْرَبَةٍ	لَقَدْ	خَلَقْنَ	اَدْرَجْتَ	
اُطْفِئُ	اَحْبَبْتُ		حَبْلٌ	اَبْجَدْ

পাঠ-৮

(تشديد) তাশদীদ

ـّـ উপরে তিন দাঁত ওয়ালা চিহ্নটিকে তাশদীদ বলে। তাশদীদ ওয়ালা হরফ দুইবার পড়তে হয়। প্রথম বার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে এবং দ্বিতীয় বার নিজের হরকতের সঙ্গে। যেমন ঃ

اَبَّ اَبِّ اَبُّ	اِبَّ اِبِّ اِبُّ	اُبَّ اُبِّ اُبُّ
اَتَّ اَتِّ اَتُّ	اِتَّ اِتِّ اِتُّ	اُتَّ اُتِّ اُتُّ
اَثَّ اَثِّ اَثُّ	اِثَّ اِثِّ اِثُّ	اُثَّ اُثِّ اُثُّ
اَجَّ اَجِّ اَجُّ	اِجَّ اِجِّ اِجُّ	اُجَّ اُجِّ اُجُّ
اَحَّ اَحِّ اَحُّ	اِحَّ اِحِّ اِحُّ	اُحَّ اُحِّ اُحُّ
اَخَّ اَخِّ اَخُّ	اِخَّ اِخِّ اِخُّ	اُخَّ اُخِّ اُخُّ
اَدَّ اَدِّ اَدُّ	اِدَّ اِدِّ اِدُّ	اُدَّ اُدِّ اُدُّ
اَذَّ اَذِّ اَذُّ	اِذَّ اِذِّ اِذُّ	اُذَّ اُذِّ اُذُّ
اَرَّ اَرِّ اَرُّ	اِرَّ اِرِّ اِرُّ	اُرَّ اُرِّ اُرُّ

اَزَّ اَزِّ اَزُّ	اِزَّ اِزِّ اِزُّ	اُزَّ اُزِّ اُزُّ	۞
اَسَّ اَسِّ اَسُّ	اِسَّ اِسِّ اِسُّ		
اَشَّ اَشِّ اَشُّ	اِشَّ اِشِّ اِشُّ		
اُشَّ اُشِّ اُشُّ	اَصَّ اَصِّ اَصُّ		
اِصَّ اِصِّ اِصُّ	اُصَّ اُصِّ اُصُّ		
اَضَّ اَضِّ اَضُّ	اِضَّ اِضِّ اِضُّ		
اُضَّ اُضِّ اُضُّ	اَطَّ اَطِّ اَطُّ		

তাশদীদের অনুশীলন-১

تَبَّتْ	نَتَّبِعُ	فُجِّرَتْ	اَشِحَّةً	تَأَخَّرَ
صَدِّقَ	اَذَّنَ	بُرِّزَتْ	اُسِّسَ	يَشَّقَّقُ
فَلَا صَدَّقَ		يَحُضُّ	مُطَهَّرَةٌ	وَحُجَّتْ

وَحُقَّتْ	عُلُّوًا	مَيِّتٌ	يُؤَخَّرُ
كُوِّرَتْ	قُدِّمَتْ	كَذَّبْنَ	مُؤَذِّنٌ	مُحَدِّثٌ
لَذَّةٍ	سُجَّدًا	تَؤُزُّهُمْ	مُكَرَّمَةٌ
مَقْضِيًّا	فَاَصَّدَّقَ	قُدِّرَ
اَلْمَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ	عَشِيَّةٌ
اَلذَّهَبُ	وَاتَّبِعْ	لُجِّيٍّ	مَحَبَّةٌ
اَلْبَيِّنَةُ	تَضَرُّعًا	اَعِزَّةٌ	تَتَّخِذُ
فَوَقَّتْهُ	وَالشَّفْعِ	عُطِّلَتْ
اَشُقُّ	فَضَّلْنَ	تَنَفَّسَ	فَاَطَّلِعُ	اَلْاَوَّلُ
اَلْقَوِيُّ	مُصَدِّقٌ	اَلتَّخَلُّصُ

مُقَلِّدٌ	مُشَرِّفٌ	تَخَلَّتْ	مُضَرِّعٌ	يُرَجِّعُ
يُنَقِّدُ	مُخَفَّفٌ	مُضَلِّلٌ	مُدَلِّلٌ	مُوَفِّرٌ
مُوَدِّبٌ	مُلَوِّثٌ	مُزَيِّنٌ	مُلَبِّسٌ	مُمَلِّكٌ

পাঠ-৯

(غنة) গুন্নাহ ঃ

নাকের ভিতর ধরে গুন গুন করে পড়াকে গুন্নাহ বলে।

(واجب غنة) ওয়াজিব গুন্নাহ ঃ

ن এবং **م**এর উপর তাশদীদ আসলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। ইহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। যেমন ঃ

عَمَّ	جَمًّا	اَئِمَّةٌ	اِنَّ اُمَّةً	ثُمَّ
مُسَمًّى	مُزَّمِّلٌ	أَمَّنْ	اَلْكُنَّسُ	
اَلْخُنَّسُ		جَنَّةٌ	يَظُنُّ	اِنَّهُ
مُحَمَّدٌ	لِجَهَنَّمَ	اَلنَّبِيُّ	لَاُقَطِّعَنَّ	

পাঠ-১০

(مد) মদ্দ ঃ

হরকতের উচ্চারণ টানিয়া পড়াকে মদ্দ বলে। মদ্দের হরফ তিনটি। اوى بَا بُوْ بِىْ

(ক) জবরের বাম পাশে খালি **"আলিফ"** মদ্দের হরফ -

(খ) পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা **"ওয়া"** মদ্দের হরফ -

(গ) জেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা **"ইয়া"** মদ্দের হরফ -

মদ্দের হরফ হইলে তার ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ পরিমান টানিয়া লম্বা করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

بَابُوْا بِىْ	تَاتُوْاتِىْ	ثَاثُوْاثِىْ	جَاجُوْاجِىْ

মদ্দ মোট এগার প্রকার ঃ **এক আলিফ মদ্দ চার প্রকার ঃ**

(১) মদ্দে ত্ববায়ী (২) মদ্দে বদল (৩) মদ্দে লীন (৪) মদ্দে এওয়াজ।

তিন আলিফ মদ্দ দুই প্রকার ঃ (১) মদ্দে মুনফাসিল (২) মদ্দে আরজী।

চার আলিফ মদ্দ পাঁচ প্রকার ঃ (১) মদ্দে মুত্তাসিল (২) মদ্দে লাযেম কৃলমী মুসাক্কাল (৩) মদ্দে লাযেম হরফী মুসাক্কাল (৪) মদ্দে লাযেম কৃলমী মুখাফ্ফাফ (৫) মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফ্ফাফ।

(مدطبعى) মদ্দে ত্ববায়ী

মদ্দের হরফের পরে **"হামযা"** অথবা **"ছাকিন"** না আসলে উহাকে মদ্দে ত্ববায়ী বলে। ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়তে হয়। যেমন ঃ

هَا هُوْاهِىْ	عَاعُوْاعِىْ
حَاحُوْاحِىْ	غَاغُوْاغِىْ

خَاخُوْا خِىْ	قَاقُوْا قِىْ	كَاكُوْا كِىْ
جَاجُوْا جِىْ	شَاشُوْا شِىْ	يَايُوْا يِىْ
ضَاضُوْا ضِىْ	لَالُوْا لِىْ	نَانُوْا نِىْ
رَارُوْا رِىْ	طَاطُوْا طِىْ	دَادُوْى دِىْ
تَاتُوْا تِىْ	صَاصُوْا صِىْ	
سَاسُوْا سِىْ	زَازُوْا زِىْ	ظَاظُوْا ظِىْ
ذَاذُوْى ذِىْ	ثَاثُوْا ثِىْ	فَافُوْا فِىْ
وَاوُوْا وِىْ	مَامُوْا مِىْ	بَابُوْا بِىْ

ـَـٰ ـَـٰ খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ হলে এক আলিফ টানিয়া পড়তে হয়, ইহাকে ও মদ্দে ত্ববায়ী বলে। যেমন ঃ

خٰ خٖ خٗ	غٰ غٖ غٗ	حٰ حٖ حٗ	عٰ عٖ عٗ	هٰ هٖ هٗ
شٰ شٖ شٗ	جٰ جٖ جٗ	كٰ كٖ كٗ	لٰ لٖ لٗ	قٰ قٖ قٗ

يْ يِ يُ	ضْ ضِ ضُ	لْ لِ لُ	نْ نِ نُ
رْ رِ رُ	طْ طِ طُ	دْ دِ دُ	تْ تِ تُ
صْ صِ صُ	سْ سِ سُ		زْ زِ زُ
ظْ ظِ ظُ	ذْ ذِ ذُ	ثْ ثِ ثُ	فْ فِ فُ
وْ وِ وُ	مْ مِ مُ	بْ بِ بُ	✸ ✸

মদ্দে ত্বায়ীর অনুশীলন

عَدَاوَةٌ	عَذَابًا	سِرَاجًا	فَزَادَ	كُسَالٰى
شَانِئَكَ	اَصَابَ		ضَاحِكَةٌ	
خِطَابًا	عِظَامًا		مَعَاشًا	غٰشِيَةٌ
فَاطِرٌ	فَقَالَ	مَكَانٌ	لَازِبٌ	مَالَهٗ

مَنَازِلُ	نَبَاتًا		كِتَابًا
فَوَاكِهُ	تَلْهًا	خَالِقٌ	تَوَّابًا
يَتُوْبُوْنَ	تُبْعَثُوْنَ		مَادُوْنَ
يَرْجُوْنَ	يَفْرَحُوْنَ		فَخُوْرًا
مَادُوْنَ خَذُوْلًا	سُرُوْرًا	وَزُوْرًا	رَسُوْلٍ
مَغْضُوْبِ	قُطُوْفُهَا		اَعُوْذُ
مَحْظُوْرًا	وَابْتَغُوْا		غَفُوْرٌ
يَقُوْلُوْنَ	يَكُوْنُوْا	مَلُوْمًا	مُوْسٰى
نُوْرُهُمْ يَهُوْدُ	مَلَكُوْتٌ		يُوْفُوْنَ
فَيَكُوْنَ	كَبِيْرٌ	يَتِيْمًا	اَثِيْمٌ

مَـزِيْدٌ	يُسْرًا	بَشِيْرًا	مَصِيْرٌ	ضِيْزٰى
يَطِيْرُ	عَظِيْمًا	صَعِيْدًا		صَغِيْرًا
رَفِيْعٌ	نُقِيْمُ	مِسْكِيْنٌ		تَقْوِيْمٌ
تَضْلِيْلٌ		عَالَمِيْنَ		فَرِيْقٌ
مُؤْمِنِيْنَ		اِبْرَاهِيْمَ		يُحْيِى
اُنِيْبُ	تَبٰرَكَ	قٰنِتٰتٌ	يُجَادِلُ	يَدٰهُ
ذٰلِكَ	يَرٰى	لِتُجْزٰى	يُغْنِىْ	يَخْشٰى
اِلٰهَ	وُسْطٰى	رِسْلَتٌ	طَغٰى	وَكَفٰى
صَلٰوةٌ	اَحْوٰى	مِهٰدًا	اَبْقٰى	مَسْجِدُ
هُمَـزَةٍ	حٰفِظٰتٌ		بِهٖ	بِعَهْدِهٖ
يَسْتَحْيٖ	وٰرِىَ	سُبْحٰنَهٗ	فَجَعَلَهٗ	يَلُوْنَ

(مدبدل) মদ্দে বদল

হামযার সাথে পরিবর্তন হয়ে (খাড়া জবর, খাড়া জের, উল্টা পেশ দিয়ে) যে মদ্দ হয় তাকে মদ্দে বদল বলে। যেমন ঃ

ءٰءِءٗ	اٰمَنَ	قُرْاٰنًا	لَاَمْرُنَّهٗ	اٰلْفِ
بِاٰيَةٍ	وَالْاٰخِرَةُ		فَاَمَنَّا	فَاْوٰى
فَاٰدَمَ	اٰتِيْكُمْ	اٰلِهَةٌ	اٰتَيْنٰهُ	مَاٰرِبُ
مَاٰبَ	قُرْاٰنًا	لَاَمْرَنَّهٗ	اُوْرِثُوْ	اُوْذُزْ

(لين) লীন

লীন অর্থ তাড়াতাড়ি করে পড়া। লীনের হরফ দুইটি। **و ى**

(ক) যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা **"ওয়া"** লীনের হরফ - **بَوْ**

(খ) যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা **"ইয়া"** লীনের হরফ - **بَىْ**

লীনের হরফ হইলে ডানদিকের হরকতকে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। যেমন ঃ

اَوْاَىْ	هَوْهَىْ	عَوْعَىْ	حَوْحَىْ	غَوْغَىْ
خَوْخَىْ	قَوْقَىْ	كَوْكَىْ	جَوْجَىْ	شَوْشَىْ

يَوْيَىْ	ضَوْضَىْ		نَوْنَىْ	لَوْلَىْ
رَوْرَىْ	طَوْطَىْ	دَوْدَىْ	تَوْتَىْ	
صَوْصَىْ		سَوْسَىْ		زَوْزَىْ
ظَوْظَىْ	ذَوْذَىْ	ثَوْثَىْ	فَوْفَىْ	وَوْوَىْ
مَوْمَىْ	بَوْبَىْ	ءَوْءَىْ	✸	✸

লীনের হরফ দিয়ে শব্দের অনুশীলন

نَوْمٌ	يَدَيْنِ	فَوْزٌ	جَزَيْنٰهُ
قَوْلُنَا	اِثْنَيْنِ	ذَكَرَيْنِ	مَلَكَيْنِ
شَيْطٰنٌ	اَوْتَكُوْنُ		فِرْدَوْسِ
صَدَقَيْنِ		اَوْحَيْنَا	كَيْفَ
بَيْنَيَدَيْهِ		عَيْنَيْنِ	فَلَوْلَا

شَفَتَيْنِ		فَوْقَ شَيْءٍ	اَغَيْرَ
نَجْدَيْنِ	وَتَوَاصَوْا		هَدَيْنٰهُ
عَلَيْهِمْ	يَوْمَ	لَيْلًا	بِجَنَاحَيْهِ
لَارَيْبَ	يَوْمَئِذٍ	عَلَيْهِ	قُرَيْشٍ	خَوْفٍ
زَوْجٌ	صَيْفٌ	بَيْنِىْ	عَلَيْنَا	بَيْتٌ
خَيْرٌ	لَوْتَرٰى	بِخَيْرٍ	اِيْمَانٌ	لِقَوْمِهٖ
وَزَيْتُوْنًا		بِمُصَيْطِرٍ		لِيُرَوْ
تُرْضَوْنَ		فِرْعَوْنَ		وَنَادَوْ

মদ্দে লীন (مدلين)

লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্‌ফ হইলে মদ্দে লীন হয়। ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়তে হয়। যেমন ঃ

خَوْفٌ ۝	بَيْتٍ ۝	فَوْزٌ ۝

صَيْفٌ ۝	نَوْمٌ ۝	يٰشُعَيْبُ ۝
قُرَيْشٍ ۝	مَلَكَيْنِ ۝	هَوْنُ ۝
اِلَيْهِ ۝	اِلَيْكَ ۝	شَفَتَيْنِ ۝
عَلَيْهِ ۝	عَيْنَيْنِ ۝	نَجْدَيْنِ ۝
بِخَيْرٍ ۝	نَدَّخَتَيْنِ ۝	مَشْرِقَيْنِ ۝

মদ্দে এওয়াজ (مدعواض)

ওয়াক্‌ফ করার সময় দুই যবর আসলে এক যবর বাদ দিয়ে এক আলিফ টানিয়া পড়তে হয়। ইহাকে মদ্দে এওয়াজ বলে। যেমন ঃ

تَوَّابًا ۝	سَجَّاجًا ۝	لِبَاسًا ۝
بَصِيْرًا ۝	مِيْقَاتًا ۝	مُسْتَقِيْمًا ۝
مَعَاشًا ۝	وَغَسَّاقًا ۝	صُبْحًا ۝
نَقْعًا ۝	أَوْتَادًا ۝	أَلْفَافًا ۝

মদ্দে আরজী (مد عارضى)

মদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ্ করলে তাকে মদ্দে আরজী বলে। ডান দিকের হরকতকে তিন আলিফ টানিয়া পড়তে হয়। যেমন ঃ

اَلْفِيْلِ	رَجِيْمٌ	اَلْعٰلَمِيْنَ
اَبَابِيْلُ	اَلْمُسْتَقِيْمِ	
سَاهُوْنَ	تَقْوِيْمٌ	اَلْيَتِيْمُ
لِلْمُصَلِّيْنَ		تَعْبُدُوْنَ
اَلْكَافِرُوْنَ		مَأْكُوْلٌ
نَسْتَعِيْنُ	يَوْمِ الدِّيْنِ	
طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ		وَلِيَ دِيْنِ
تَضْلِيْلٍ	اَلرَّحِيْمِ	سِجِّيْلٍ
رَحِيْمٍ	اَلْمَاعُوْنَ	

سٰفِلِيْنَ ۝	تَفْعَلُوْنَ ۝	بَصِيْرٌ ۝
غٰفِلُوْنَ ۝	مُسْتَغْفِرِيْنَ ۝	عَلِيْمٌ ۝
مُشْرِكُوْنَ ۝	حَاسِدُوْنَ ۝	بِحُسْبَانٍ ۝

মদ্দে মুন্‌ফাসিল ঃ (مدمنفصل)

মদ্দের হরফের পরে অন্য শব্দের শুরুতে (লম্বা হামযা) أ আসলে তাকে মদ্দে মুনফাস্‌সিল বলে। ডানদিকের হরকতকে তিন আলিফ টানিয়া পড়তে হয়। যেমন ঃ

لَآ اَعْبُدُ	مَآ اَدْرٰكَ	لَآ اِلٰهَ	مَآ اَغْنٰى
اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ		وَلَآ اُشْرِكُ	
قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا		يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ	
وَمَآ اَصَابَ	وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ		يٰٓاَللّٰهُ
يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ			اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا
✸	مَآ اَوْحَيْنَا		✸

মদ্দে মুত্তাছিল ঃ (مدمتصل)

মদ্দের হরফের পরে একই শব্দে হামযা (গোল হামযা) আসলে তাকে মদ্দে মুত্তাছিল বলে। ডান দিকের হরকতকে চার আলিফ টানিয়া পড়তে হয়। যেমন ঃ

جَآءَ	شَآءَ	جِيْءَ	اُولٰٓئِكَ
مَلَآئِكَةٌ	يَشَآئُوْنَ	وَالسَّمَآءِ	سَوَآءٌ
يٰنِسَآءِ	مِنَ الْغَآبِرِيْنَ		خُلَفَآءُ
يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ		حُنَفَآءَ	بَصَآئِرُ
يُرَآءُوْنَ	دُعَآءٌ	اَوْلِيَآءَاللّٰهِ	
مَايَشَآئُوْنَ		مَآءٌ	بِضِيَآءٍ
عَطَآءٌ	وَرَآئَكُمْ	سُوْٓءَالْعَذَابِ	
شُرَكَآءَ	وَمَاتَشَآءُوْنَ		✸

মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফ্ফাফ ঃ

(مدلازم حرفی مخفف)

হরফের মধ্যে মদ্দের হরফের পরে জযম যুক্ত ছাকিন আসলে তাকে মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফ্ফাফ বলে। ডান দিকের হরকতকে চার আলিফ টানিয়া পড়তে হয়। যেমন ঃ

نٓ	صٓ	قٓ	حٰمٓ	عٓسٓقٓ
طٰسٓ	يٰسٓ	الٓرٰ	كٓهٰيٰعٓصٓ	

মদ্দে লাযেম হরফী মুসাক্কাল ঃ

(مدلازم حرفی مثقل)

হরফের মধ্যে মদ্দের হরফের পরে তাশদীদ যুক্ত ছাকিন আসলে তাকে মদ্দে লাযেম হরফী মুসাক্কাল বলে। ডান দিকের হরকতকে চার আলিফ টানিয়া পড়তে হয়। মদ্দে লাযেম হরফী মুসাক্কাল এবং মুখাফ্ফাফের জন্য আটটি হরফ নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন ঃ

كَمْ عَسَلٍ نَقَصَ

এদের প্রতিটি হরফ তিনটি হরফ দ্বারা উচ্চারণ হয়। **ق** উচ্চারণ করতে হলে **ق+ا+ف** এর মধ্যে আলিফ মদ্দের হরফ এবং শেষের হরফ **ف** জযম যুক্ত। যেমন ঃ

الٓمٓ	طٰسٓمٓ	الٓمٓصٓ	الٓرٰ

মদ্দে লাযেম ক্বলমী মুখাফ্ফাফ ঃ

(مدلازم كلمى مخفّف)

একই শব্দে মদ্দের হরফের পরে জযম যুক্ত ছাকিন আসলে তাকে মদ্দে লাযেম ক্বলমী মুখাফ্ফাফ বলে। ডান দিকের হরকতকে চার আলিফ টানিয়া পড়তে হয়। যেমন ঃ

اٰلْـٰٔنَ

মদ্দে লাযেম ক্বলমী মুসাক্কাল ঃ

(مدلازم كلمى مثقل)

একই শব্দে মদ্দের হরফের পরে তাশদীদ যুক্ত ছাকিন আসলে তাকে মদ্দে লাযেম ক্বলমী মুসাক্কাল বলে। ডান দিকের হরকতকে চার আলিফ টানিয়া পড়তে হয়। যেমন ঃ

دَآبَّةٍ	ضَآلِّا	حَآجَّكَ	اَلْحَآقَّةُ
وَلَاالضَّآلِّيْنَ		لَضَآلُّوْنَ	صَوَآفَّ
وَالصَّٰٓفّٰتِ		اَتُحَآجُّوْنِّىْ	
وَلَاتَحَآضُّوْنَ		اَلطَّآمَّةُ	اَلصَّآخَّةُ

غَيْرَمُضَآرٍّ	وَلَاجَآنٌّ

পাঠ-১১

নূনে ছাকিন এবং তানবীন ঃ

জযম ওয়ালা **"নূন"** কে নূনে ছাকিন বলে। দুই জবর দুই জের দুই পেশকে তানবীন বলে। নূনে ছাকিন এবং তানবীন চার প্রকারে পড়া হয়। যেমন ঃ

(ক) ইজহার (খ) ইক্বলাব (গ) ইদগাম (ঘ) ইখ্ফা।

(ক) ইজহার ঃ

ইজহার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া। ইজহারের হরফ ছয়টি।

خ غ ح ع ه ء

ইযহার পড়ার নিয়ম ঃ নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের পরে এই ছয়টি হরফের যে কোন একটি আসলে উক্ত নূনে ছাকিন অথবা তানবীনকে স্পষ্ট করিয়া পড়তে হয় ইহাকে ইজহার বলে। যেমন ঃ

مِنْ اَجَلٍ	عَذَابٌ اَلِيْمٌ	بِمَنْ هُوَ
كُلًّا هَدَيْنَا	مِنْ حَقٍّ	يَنْعِقُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ	عَذَابٌ عَظِيْمٌ	

مِنْ خَيْرٍ	عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ	يَنْغِضُوْنَ
اِلٰهٍ غَيْرُهٗ	مِنْ اَذِنَ	مِنْ عَيْنٍ

(খ) ইক্বলাব ঃ

ইক্বলাব অর্থ পরিবর্তন করে পড়া। ইক্বলাবের হরফ একটি - **ب** নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের পরে ইক্বলাবের হরফ **ب** আসলে ঐ নূনে ছাকিন অথবা তানবীনকে **م** দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহ সহ পড়তে হয়।

بِذَنْۢبِهِمْ	عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ
لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ	لَيُنْۢبَذَنَّ
خَبِيْرٌۢ بِمَا	سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

مِنْۢ بَيْنِ	مِنْۢ بَعْدِ	جَنْۢبٌ	مِنْۢ بَاْسٍ

كِرَامٍ بَرَرَةٍ	مَنْ بَخِلَ	اَمَدًا اَبَعِيْدًا
صُمٌّ بُكْمٌ	مُطَهَّرَةٌ بِاَيْدِىْ	

(গ) ইদগাম ঃ

ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। ইদগামের হরফ ছয়টি - **ى م ل و ن** নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের পরে এই ছয়টি হরফের যে কোন একটি হরফ ভিন্ন শব্দের প্রথমে আসলে উক্ত নূনে ছাকিন ও তানবীন যুক্ত হরফ-টি পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।

ইদগাম দুই প্রকার ঃ

১। ইদগামে বা-গুন্নাহ ২। ইদগামে বে-গুন্নাহ

ইদগামে বা-গুন্নাহ ঃ ইদগামে বা গুন্নার হরফ চারটি - **ى م و ن** নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের পরে এ চারটি হরফের যে কোন একটি আসলে গুন্নাহ সহ মিলিয়ে পড়াকে ইদগামে বাগুন্নাহ বলে।

যেমন ঃ

مَنْ يَّفْعَلُ	قَوْمٌ يَّعْكِفُوْنَ
قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ	مِنْ مَّالٍ
مِنْ نَّفْعِهٖ	سُلْطَانًا نَّصِيْرًا

هُزُوًا وَّلَعِبًا	مِنْ وَّالٍ	مِنْ لَّدُنْ

কিন্তু একই শব্দে যদি নূনে ছাকিন ও তানবীনের পরে ی م ر و ن এই চারটি হরফ আসে তখন ইদগাম করা যাবে না। যেমন ঃ

قِنْوَانٌ	صِنْوَانٌ	بُنْيَانٌ	دُنْيَانٌ

ইদগামে বে-গুন্নাহ ঃ ইদগামে বে-গুন্নাহ অর্থ গুন্নাহ ছাড়া। ইদগামে বে-গুন্নাহর হরফ দুটি ر ل নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের পরে এই দুটি ر ل হরফ আসলে উক্ত নূনে ছাকিন অথবা তানবীনকে গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন ঃ

مَنْ لَّا يُحِبُّ	رِزْقًا لَّكُمْ
مِنْ رَّحْمَةٍ	عَزِيْزٌ رَّحِيْمٌ

(ঘ) ইখ্‌ফা ঃ

ইখফা অর্থ লুকানো। ইখফার হরফ পনেরটি।

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের পরে এই পনেরটি হরফের যে কোন একটি আসলে ঐ নূনে ছাকিন অথবা তানবীনকে লুকিয়ে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

مَنْجَآءَ	لَنْ تَفْعَلُوْا	قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ
مِنْ ثَمَرَةٍ	صَعِيْدًا جُرُزًا	مِنْ دُبُرٍ
كَاْسًا دِهَاقًا		مُنْذِرُوْنَ
ظِلٍّ ذِىْ	كَنْزٌ	نَفْسًا زَكِيَّةً
يُنْسِلُوْنَ		قَوْلًا سَدِيْدًا
مَنْ شَكَرَ	شَىْءٍ شَهِيْدٌ	يَنْطِقُ
مِنْ صِيَامٍ		قَوْمًا صَالِحِيْنَ
عَذَابًا ضِعْفًا		لِمَنْ ضَلَّ
يَنْصُرُ	صَعِيْدًا طَيِّبًا	يَنْظُرُوْنَ

ظِلاًّ ظَلِيْلاً	قَوْمٌ فٰسِقُوْنَ	مِنْ قَبْلُ
رِزْقًا قَالُوْا	بِدَمٍ كَذِبٍ	مِنْكُمْ

পাঠ-১২

মীমে ছাকিন ঃ জযম ওয়ালা মীমকে মীমে ছাকিন বলে।
মীমে ছাকিন তিন প্রকার- (ক) ইখফায়ে শাফাবী (খ) ইদগামে শাফাবী (গ) ইজহারে শাফাবী।
ইখফায়ে শাফ্‌বী ঃ মীমে ছাকিনের পরে ب আসলে ঐ মীমে ছাকিনকে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। ইহাকে ইখফায়ে শাফাবী বলে। যেমন ঃ

قُمْ بِأِذْنِ اللّٰهِ	وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ	
مَا لَهُمْ بِهٖ	كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ	وَكَفَرْتُمْ بِهٖ
تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ		رَبُّهُمْ بِهِمْ
بَعْدُهُمْ بَعْضًا	عَنْهُمْ بِبَطْنِ	

ইদগামে শাফাবী ঃ মীমে ছাকিনের পরে **م** আসলে মিলিয়ে গুন্নাহসহ পড়তে হয় ইহাকে ইদগামে শাফাবী বলে। যেমন ঃ

لَـكُمْ مَّا	عَلَيْهِمْ مَّطَرًا	اَمْ مَّنْ
وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ	اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ	
اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا	كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ	
اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ	عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ	
اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ	

ইজহারে শাফাবী ঃ মীমে ছাকিনের পরে **ب** অথবা **م** ছাড়া অন্য যে কোন হরফ আসলে ঐ মীমে ছাকিনকে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয় ইহাকে ইজহারে শাফাবী বলে। যেমন ঃ

اَلْحَمْدُ	اَلَمْ تَرَ	اَمْشَاجٍ	اَمْرِىْ

وَهُمْ ظَالِمُوْنَ	اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ	لَهُمْ ذِكْرًا
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ	عَلَيْهِمْ طَيْرًا

ل এর বিবরণ

আল্লাহ শব্দের ডানে যবর অথবা পেশ আসলে আল্লাহ শব্দের **"লাম"** কে পোর অথবা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

اَللّٰهُ	تَاللّٰهِ	فَاللّٰهُ	اَللّٰهُمَّ
مِنَ اللّٰهِ	رَسُوْلُ اللّٰهِ	✸	✸

আল্লাহ শব্দের ডানে জের আসলে আল্লাহ শব্দের **"লাম"** কে বারিক অথবা পাতলা করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

لِلّٰهِ – بِاللّٰهِ – قُلِ اللّٰهُمَّ – بِسْمِ اللّٰهِ –

تَجَلّٰى - بِاللّٰهِ - مَاوَلّٰهُمْ - وَلَاصَلّٰى - لَآاِلٰهَ اِلَّااَنْتَ

পাঠ-১৪

ر পড়ার নিয়ম ঃ ر হরফ দুই প্রকারে পড়তে হয়-

(১) পোর বা মোটা (২) বারিক বা চিকন

ر পোরঃ

ক। ر হরফের উপরে জবর অথবা পেশ আসলে কে পোর করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

رَسُوْلٌ - رُسُلُهُمْ

খ। ر ছাকিনের ডানে জবর আসলে ر কে পোর করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

يَرْجِعُوْنَ - اُرْكُسُوْ

গ। ر ছাকিনের ডানে আরযী জের আসলে ر কে পোর করে পড়তে হয়। যমন ঃ

مَنِ ارْتَضٰى - اِنِ ارْتَبْتُمْ - رَبِّ ارْجِعُوْنَ

ঘ। ر ছাকিনের ডানে জের আসলে বামে হরফে মুস্তালিয়ার কোন হরফ আসলে ر কে পোর করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

وَاِرْصَادًا - قِرْطَاسٌ - فِرْقَةٌ - لَبِالْمِرْصَادِ -

মুস্তালিয়ার হরফ সাতটি। خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

ঙ। ر ছাকিনের ডানে ইয়া ছাকিন ব্যতীত অন্য হরফ ছাকীন এবং তার ডানে যবর অথবা পেশ আসলে رকে পোর করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

فَجْرٌ شَهْرٌ خُسْرٍ

ر বারিকঃ

ক। ر হরফে জের আসলে ر কে বারিক করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

رِجَالٌ–كَرِيْمٌ - رِكْزٌ–رِسَالَةٌ

খ। ر ছাকিনের ডানে আছলী জের থাকলে ر কে বারিক করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

مِرْفَقًا – فِرْعَوْنَ

গ। ر হরফে ওয়াক্বফ, ডানে **"ইয়া"** ছাকীন তার ডানে জবর আসলে ر কে বারিক করে পড়তে হয়। যেমন ঃ خَيْرٌ - صَيْرٌ

ঘ। ر হরফে ওয়াক্বফ, ডানে **"ইয়া"** ব্যতিত অন্য হরফে ছাকিন তার ডানের হরফে যের থাকলে ر কে বারিক করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

ذِكْرٌ - شِعْرٌ - حِجْرٌ

পাঠ-১৫

নূনে কুতনী ঃ তানভীনের নূনে ছাকিনের বামে তাশদীদ অথবা জযম আসলে তানভীনের ভিতর লুকায়িত নূনকে আলাদা করে যের দিয়ে পরের ছাকিনের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। একে নূনে কুত্নী বলে। নূনে কুত্নী নিঃশ্বাস ফেললে পড়তে হয়না। যেমন ঃ

اَلِيْمٌ اَلَّذِىْ - اَلِيْمُ نِ الَّذِىْ - اَحَدٌ

- اَللّٰهُ ا لصَّمَدُ - اَحَدُ نِ اللّٰهُ

الصَّمَدُ لُّمَزَةٍ اَلَّذِىْ - لُّمَزَةِ نِ الَّذِىْ

আরজি ছাকিন ঃ ওয়াক্‌ফ করার সময় গোল **"তা" ة** আসলে **"হা" ه** উচ্চারণ করতে হয় ইহাকে আরজি ছাকীন বলে।

যেমন ঃ - هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -

***

নামাযের দোয়া সমূহ ঃ

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

আমিতো একনিষ্ঠভাবে নিজের মুখ সেই সত্ত্বার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।

তাকবীরে তাহরিমা ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

ছানা ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى

جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ۝

হে আল্লাহ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে, তোমার নামের বরকত ও মাহার্ত্য সত্যিই অতুলনীয়। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমার সম্মান সকলের উচ্চে। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

রুকুর তাসবীহ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

অতি পবিত্র আমার মহান পালনকর্তা পরওয়ার দিগার।

রুকু থেকে উঠার তাসবীহ ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করেছে, তার কথা আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন।

সেজদার তাসবীহ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

আমি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

তাশাহুদ ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝

আমাদের সব প্রশংসা-শ্রদ্ধা, আমাদের সব নামায এবং সকল প্রকার পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে। হে নবী ! আপনার প্রতি সালাম, আপনার ওপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।

দরুদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

হে আল্লাহ ! দয়া ও রহমত কর আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি এবং তার বংশধরদের প্রতি, যেমন তুমি রহমত করেছ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তার বংশধরদের উপর। নিশ্চয় তুমি অতি উত্তম গুণের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ! বরকত নাযিল কর আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তার বংশধরদের উপর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তার বংশধরদের উপর করেছ। নিশ্চয় তুমি অতীব সৎগুণ বিশিষ্ট ও মহান।

দোয়ায়ে মাছুরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ

الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ

وَارْحَمْنِیْٓ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

হে আল্লাহ ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশী যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ কেহই মাফ করতে পারেনা, সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমাকে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি রহম কর, তুমিতো মার্জনাকারী দয়ালু।

সালাম ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক

দোয়ায়ে কুনুত -১

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ
وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ۞ اَللّٰهُمَّ
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى
وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ
عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ۞

হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাই। তোমার কাছে গুনাহ মাফের প্রার্থনা করি। তোমার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। আমরা কেবলমাত্র তোমারই ওপর ভরসা করি। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে তোমার প্রশংসা করি। আমরা তোমার শোকর আদায় করি, তোমার দানকে অস্বীকার করি না। আমরা তোমার কাছে ওয়াদা করছি যে, তোমার অবাধ্য লোকের সাথে আমরা সম্পর্ক রাখবোনা, তাদেরকে পরিত্যাগ করবো।

হে আল্লাহ আমরা তোমারই দাসত্ব স্বীকার করি। কেবলমাত্র তোমারই জন্য নামায পড়ি, কেবল তোমাকেই সিজদা করি এবং আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা-সাধনা ও সকল কষ্ট স্বীকার কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই। কষ্ট আমরা কেবল তোমার রহমত লাভের আশায় করি, তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয় তোমার আযাবে কেবল কাফেরগণই নিক্ষিপ্ত হবে।

দোয়ায়ে কুনুত - ২

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، سُبْحَانَكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন, আপনি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছেন আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করুন, আপনি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করুন, আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন, আপনি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছেন তা হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন, কারণ আপনিইতো ভাগ্য নির্ধারিত করেন, আপনার উপরেতো কেহ ভাগ্য নির্ধারণ করার নাই, আপনি যাহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন সে কোন দিন অপমানিত হবেনা এবং আপনি যার সাথে শত্রুতা করেছন সে কোন দিন সম্মানিত হতে পারেনা। হে আমাদের প্রভু! আপনি বরকতপূর্ণ ও সুমহান।

জানাযার নামাযের ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে, তোমার নামের বরকত ও মাহার্ত্য সত্যিই অতুলনীয়। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমার সম্মান সকলের উচ্চে। তোমার মহিমা অতীব উচ্চ তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

জানাযার দোয়া

প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলার জন্য

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ حَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا - اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ۝

হে আল্লাহ আপনি ক্ষমা করুণ আমাদের যারা জীবিত, যারা মৃত যারা উপস্থিত যারা অনুপস্থিত যারা বড় যারা ছোট পুরুষ এবং মহিলা সকলকে। যারা জীবিত আছে তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যারা মৃত্যূ বরণ করবে তাদেরকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করুন।

বালকের জন্য

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ۝

হে আল্লাহ ! উহাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী কর ও উহাকে আমাদের জন্য পুরষ্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ্য কর এবং উহাকে আমাদের সুপারিশকারী ও গ্রহনীয় সুপারিশকারী বানাও।

বালিকার জন্য

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ۝

হে আল্লাহ ! ইহাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী কর ও ইহাকে আমাদের জন্য পুরষ্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ্য কর এবং ইহাকে আমাদের সুপারিশকারী ও গ্রহনীয় সুপারিশকারী বানাও।

মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময় দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ۝

আল্লাহর নামে রাসূল (সঃ) এর ধর্মের উপর।

মাটি দেয়ার দোয়া

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۝

এই মাটি থেকে তোমার সৃষ্টি, এই মাটিতেই তোমার প্রত্যাবর্তন এবং এই মাটি থেকেই তোমার পুনরুত্থান।

কালিমা তাইয়্যেবা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۔

আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই । হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার বান্দা ও রাসূল।

কালিমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ ۔

আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ তায়ালার উপর, তাঁর নাম এবং গুণ সমূহের উপর, আর তাঁর সকল নির্দেশনাবলী ও বিধানাবলী শিরোধার্য করে নিলাম।

ঈমানে মুফাস্‌সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُوْلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ۔

আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ তায়ালার উপর, তাঁর ফিরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

কালিমা তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ط ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ ط بِيَدِهِ الْخَيْرُ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই তিনি এক তার কোন অংশীদার নেই। সমস্ত সৃষ্টি জগৎ এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন আবার তিনিই মৃত্যুর কারণ তার হাতেই সব ভাল কিছু এবং তিনিই সৃষ্টির সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

কালিমা তামজিদ

سُبْحَانَ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

মহিমা ও সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আললাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ মহান, সর্বশক্তিমান ও সর্বক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই তিনিই মহান।

পাঠ-১৭
নামাযের জন্য কয়েকটি সূরা
সূরা-আল ফাতিহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾ اَلرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٦﴾

(পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি)

১) প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে যিনি নিখিল বিশ্ব জাহানের রব। ২) পরম দয়ালু ও করুণাময়। ৩) প্রতিদান দিবসের মালিক।৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই। ৫) তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও। ৬) তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ, যাদের ওপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।

সূরা আল আসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

১) সময়ের কসম। ২) মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। ৩) তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করতে থেকেছে এবং এক জন অন্য জনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে।

সূরা আল হুমাযা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿١﴾ اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّ
عَدَّدَهٗ ۙ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۚ﴿٣﴾ كَلَّا
لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ﴿٤﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا
الْحُطَمَةُ ؕ﴿٥﴾ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿٦﴾ اَلَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى
الْاَفْـِٕدَةِ ؕ﴿٧﴾ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ﴿٨﴾ فِىْ عَمَدٍ
مُّمَدَّدَةٍ ۧ﴿٩﴾

১) ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে লোকদের ধিক্কার দেয় এবং নিন্দা করতে অভ্যস্ত। ২) যে অর্থ জমায় এবং তা গুনে গুনে রাখে। ৩) সে মনে করে তার অর্থ সম্পদ চিরকাল তার কাছে থাকবে। ৪) কখনও নয়, তাকেতো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গায় ফেলে দেয়া হবে। ৫) আর তুমি কি জান সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গাটি কি? ৬) আল্লাহর আগুন, প্রচন্ডভাবে উৎক্ষিপ্ত। ৭) যা হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে। ৮) তা তাদের ওপর ঢেকে দিয়ে বন্ধ করা হবে এমন অবস্থায় যে। ৯) উঁচু উঁচু থামে ঘেরাও হয়ে থাকবে।

সূরা আল ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿١﴾ اَلَمْ
يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ
طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾

১) তুমি কি দেখনি তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কি আচরণ করেছেন? ২) তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? ৩) আর তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান। ৪) যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করছিল পোড়া মাটির পাথর। ৫) তারপর তাদের অবস্থা করে দেন পশুর খাওয়া ভূষির মত।

সূরা কোরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ
الصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ
اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

১) যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে। ২) অর্থাৎ শীতের ও গ্রীষ্মের সফরে অভ্যস্ত। ৩) কাজেই তাদের এই ঘরের রবের ইবাদত করা উচিত । ৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রেহায় দিয়ে খাবার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

সূরা আল মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ
الْيَتِيْمَ ۝٢ وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُوْنَ ۝٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦ وَ يَمْنَعُوْنَ
الْمَاعُوْنَ ۝٧

১) তুমি কি তাকে দেখেছ যে আখেরাতের পুরষ্কার ও শাস্তিকে মিথ্যা বলছে ? ২) সে-ইতো এতিমকে ধাক্কা দেয়। ৩) এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্ভুদ্ধ করে না ৪) তার পর সে নামাজিদের জন্য ধ্বংস। ৫) যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফিলাতি করে। ৬) যারা লোক দেখানো কাজ করে। ৭) এবং মামুলি প্রয়োজনে জিনিসপাতি লোকদেরকে দিতে বিরত থাকে।

সূরা আল কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ
انْحَرْ ۝٢ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣

১) হে নবী! আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি। ২) কাজেই তুমি নিজের রবের জন্যে নামায পড় ও কুরবাণী কর। ৩) তোমার দুশমনই শিকড় কাটা।

সূরা আল কাফেরূন

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعۡبُدُ مَا
تَعۡبُدُوۡنَ ۙ﴿۲﴾ وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَلَاۤ
اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ﴿۴﴾ وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ
اَعۡبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَـكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِىَ دِيۡنِ ۧ﴿۶﴾

১) বলে দাও, হে কাফেররা। ২) আমি তাদের এবাদত করি না যাদের এবাদত তোমরা কর। ৩) আর না তোমরা তার এবাদত কর যার এবাদত আমি করি। ৪) আর না আমি তাদের এবাদত করবো যাদের এবাদত তোমরা করে আসছ। ৫) আর না তোমরা তার এবাদত করবে যার এবাদত আমি করি। ৬) তোমাদের দীন তোমাদের জন্যে এবং আমার দীন আমার জন্যে।

সূরা আন নসর

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَ الۡفَتۡحُ ۙ﴿۱﴾ وَ رَاَيۡتَ النَّاسَ
يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ
رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۧ﴿۳﴾

১) যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং বিজয় লাভ হয়। ২) আর হে নবী তুমি যদি দেখ যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করছে ৩) তখন তুমি তোমার রবের হামদ সহকারে তার তাসবীহ পড় এবং তার কাছে মাগফেরাত চাও, অবশ্যই তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী।

সূরা আল লাহাব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِىۡ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ؕ﴿۱﴾ مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ
مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ ؕ﴿۲﴾ سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ﴿۳﴾
وَّ امۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۚ﴿۴﴾ فِىۡ جِيۡدِهَا
حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ۚ﴿۵﴾

১) ভেঙ্গে গেছে আবু লাহাবের দুহাত এবং ব্যর্থ হয়েছে সে। ২) তার ধন -সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজে লাগেনি। ৩) অবশ্যই সে লেলিহান আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।৪) এবং তার সাথে তার স্ত্রীও, (লাগানো ভাঙ্গানো) চোগলখুরি করে বেড়ানো যার কাজ। ৫) তার গলায় থাকবে খেজুর ডালের আঁশের পাকানো শক্ত রশি।

সূরা আল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَ لَمۡ
يُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ﴿۴﴾

১) বল, তিনি আল্লাহ, একক। ২) আল্লাহ কারো উপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তার নির্ভরশীল । ৩) তার কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন। ৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা আল ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۧ﴿۵﴾

১) বল, আশ্রয় চাচ্ছি আমি প্রভাতের রবের। ২) এমন প্রত্যেকটি জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। ৩) এবং রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়। ৪) আর গিরায় ফূঁৎকার দানকারী বা কারিণীর অনিষ্টকারিতা থেকে। ৫) এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে যখন সে হিংসা করে।

সূরা আন নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ﴿۶﴾

১) বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব, ২) মানুষের বাদশাহ, ৩) মানুষের প্রকৃত মাবুদের কাছে। ৪) এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে বার বার ফিরে আসে। ৫) যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে। ৬) সে জ্বিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে হোক।

হাদিস

১) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَ الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّيْ مَقْبُوْضٌ. (رَوَاهُ اِبْنِ مَاجَهُ)

১) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন তোমরা কুরআন ও ফারায়েজ শিখ এবং তা অন্যকে শিক্ষা দাও আমাকে অতিসত্ত্বর উঠিয়ে নেয়া হবে। (ইবনে মাজাহ)

২) عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ بِهٖ صَدَقَ ، وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدَلَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهٖ أُجِرَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (رواه الترمذى)

২) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন থেকে কথা বলে সে সত্য কথা বলে। যে ব্যক্তি কুরআনের আলোকে বিচার ফয়সালা করে সে সঠিক ফয়সালা করে। যে ব্যক্তি কুরআনের উপর আমল করে তাকে উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে আহ্বান করে সে সঠিক পথে আহ্বান করে। (তিরমিজি)

৩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ

فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَآئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ اَبْطَأَ بِهٖ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهُ۰ (رواه مسلم)

৩) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের জন্য রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। যে সব লোক আল্লাহর ঘর সমূহের মধ্যে কোন ঘরে (অর্থাৎ, মসজিদে) সমবেত হয়ে, কুরআন পড়বে, সকলে মিলিত হয়ে তার শিক্ষা পর্যালোচনা করবে, তাদের উপর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার প্রশান্তি অবতীর্ণ হবে, রহমত তাদের ঢেকে নেবে, ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে রাখবে আল্লাহ তাদের কথা এমন সকলের মধ্যে উল্লেখ করবেন যারা তাঁর কাছে উপস্থিত। যে ব্যক্তি আপন কাজে অলস বংশ পরিচয় তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। (মুসলিম)"

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ۰ (رواه البرمذى)

অব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে তাকে একটি নেকি দেওয়া হবে। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মিম একটি হরফ বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মিম একটি হরফ। (তিরমিজি)

পাঠ-১৯

দু'আ

১. পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দু'আ-

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا (سورة الإسراء ٢٤)

"হে আল্লাহ! যেমনভাবে আমার পিতা-মাতা আমাদেরকে ছোট অবস্থায় আদর যত্ন দিয়ে লালন পালন করেছেন তেমনি আপনি তাদের প্রতি রহম করুন।"

২. বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ-

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

"আল্লাহর নামে রওয়ানা দিচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ছাড়া।"

৩. যানবাহনে উঠার দু'আ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّالَهٗ مُقْرِنِيْنَ

وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্ত্বার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা এর উপর ক্ষমতাবান ছিলাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের 'রব, - এর নিকট প্রত্যাবর্তন করব।"

জুমার প্রথম খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعٰلٰى فِيْ كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيْدِ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا.

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا. اَمَّا بَعْدُ

فَاِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

اَيُّهَا الْاَحْبَابَ الْكِرَامِ اَنَا اُوْصِيْكُمْ وَ نَفْسِىْ بِتَقْوَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِىْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

বাংলা আলোচনা

اَقُوْلُ قَوْلِىْ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ.

জুমার দ্বিতীয় খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَاُصَلِّى وَاُسَلِّمُ عَلٰى نَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

"إِنَّ اللهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً (الأحزاب ٥٦)
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ
وَالْمُسْلِمَاتِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَرْحَمُ أُمَّتِيْ بِأُمَّتِيْ أَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْق رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ
وَأَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً
عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ،
وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ
سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَحَمْزَةُ اَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُوْلِهِ،
اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً
لَاتُغَادِرُ ذَنْبًا، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ تَمَامِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشِّرَةِ
وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ أَجْمَعِيْن وَعَلَى الْمُشَرَّفِيْنَ
بِالْاِسْلَامِ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ.
اَللّٰهُمَّ اهْدِ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى سُنَّةِ الرَّسُوْلِ
وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ لَاتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَاهَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ. وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ. وَلَامَرِيْضًا إِلَّاشَفَيْتَهُ.وَلَامَيِّتًا إِلَّارَحِمْتَهُ وَلَاضَالًّا إِلَّاهَدَيْتَهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ.

اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اَللّٰهُمَّ انْصُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ بِلَادِنَا بَنْغْلَادِيْشْ وَالْبُوسْنَةِ وَالْهِرْسِكْ، اَللّٰهُمَّ انْصُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ الشِّيْشَانِ وَالْهِنْدِ وَالْكَشْمِيْرِ وَ فِيْ فِلِسْطِيْنِ وَ فِيْ كُلِّ بِلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ خْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاتَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ، اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَتَمُّ وَاَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَأَقِمِ الصَّلَاة.

মুনাজাত

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۰ (سورة البقرة، الآية ٢٠١)

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচান। (সূরা বাকারা আয়াত-২০১)

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

(سورة الفرقان الآية -٦٥)

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান তার আযাবতো সর্বনাশা। (সূরা ফোরকান - ৬৫)

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ۰ (البقرة -٢٨٦)

হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েন না। আমাদের প্রতি কোমল হোন, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি করুণা করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। কাফেরদের মোকাবিলায় আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সম্মানিত পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ আমাদের বইতে যদি কোন সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা থাকে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।